নেতানিয়াহুকে পশ্চিম তীর দখল করতে অনুমতি নেই: ডোনাল্ড ট্রাম্প

সংগৃহীত ছবি

ইসরায়েলের কিছু রাজনৈতিক নেতার পশ্চিম তীর দখলের আহ্বানের প্রেক্ষিতে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, ইসরায়েলকে এমন কোনো পদক্ষেপ নিতে দেওয়া হবে না। যুক্তরাজ্য, জার্মানি ও জাতিসংঘও এ বিষয়ে ইসরায়েলকে সতর্ক করেছে। পশ্চিম তীরে বর্তমানে ৭ লাখ ইহুদি বসতি স্থাপন করলেও আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী এগুলোকে অবৈধ ধরা হয়।

গাজা সংঘাত চলমান অবস্থায় এবং পশ্চিম তীর দখল বন্ধে আন্তর্জাতিক চাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর প্রশাসনের কিছু সদস্য পশ্চিম তীর সম্পূর্ণ দখলের আহ্বান জানায়। এমন পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) রাতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা দেন, “ইসরায়েলকে পশ্চিম তীর দখলের অনুমতি দেওয়া হবে না।”

এ বিষয়ে যুক্তরাজ্য ও জার্মানি ইতোমধ্যেই ইসরায়েলকে সতর্ক করেছে। পাশাপাশি জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস বলেছেন, পশ্চিম তীর দখলের উদ্যোগ “নৈতিক, আইনগত এবং রাজনৈতিকভাবে অগ্রহণযোগ্য।”

পশ্চিম তীর জর্ডান নদী ও ইসরায়েলের মাঝখানে অবস্থিত। যদিও ইসরায়েল অঞ্চলটির নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, ১৯৯০-এর দশক থেকে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ বেশিরভাগ শহর ও নগর পরিচালনা করে আসছে।

২০২২ সালে ক্ষমতায় আসার পর বর্তমান ইসরায়েলি সরকার পশ্চিম তীরে বসতি সম্প্রসারণের ঘোষণা দেয়। ইসরায়েল দাবি করে, পশ্চিম তীর তাদের ঐতিহাসিক মাতৃভূমির অংশ। বর্তমানে পশ্চিম তীর ও পূর্ব জেরুজালেমে প্রায় ১৬০টি ইসরায়েলি বসতি রয়েছে, যেখানে প্রায় ৭ লাখ ইহুদি বসবাস করছে।

অন্যদিকে, প্রায় ৩০ লাখ ফিলিস্তিনি পশ্চিম তীরে বাস করে এবং তারা দীর্ঘদিন ধরে এসব ইসরায়েলি বসতি উচ্ছেদের দাবি জানিয়ে আসছে। আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে এসব বসতি অবৈধ বলে গণ্য করা হয়।

সূত্র: বিবিসি নিউজ